দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... MAR 17
পৃষ্ঠা ...৭... কলাম ...৩....

হাজী মোহাম্মদ দানেশ কৃষি কলেজের ২৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীর রেজিস্ট্রেশন ও পরীক্ষা গ্রহণ প্রসঙ্গে

দিনাজপুর জেলা শহরের হাজী মোহাম্মদ দানেশ কৃষি কলেজ ১৯৮৮ সালে স্থাপন করা হয়। কলেজটি সূচনা লগ্ন থেকে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (ময়মনসিংহ)-এর অধিভুক্ত। এখানে বিএসসি (কৃষি) ডিগ্রী কোর্স পড়ানো হয়। বিগত সরকারের সময়ে কৃষি কলেজটিকে বিলুপ্ত করে দিনাজপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং গত জুলাই মাসে সংসদ অধিবেশনে সংশ্লিষ্ট আইন পাস করা হলেও এ পর্যন্ত তা কার্যকর করা হয়নি। কিন্তু চরম দুঃখজনক যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ উপেক্ষা করে ১৯৯৯-২০০০ এবং ২০০০-২০০১ শিক্ষাবর্ষে ২৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী প্রস্তাবিত বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে কৃষি কলেজে ভর্তি করা হয়েছে, যাদের রেজিস্ট্রেশন ও পরীক্ষা এ পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়নি। প্রস্তাবিত বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় আইনটি কার্যকর করা হলেই নাকি তাদের ভূতাপেক্ষিক রেজিস্ট্রেশন প্রদানকরত পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হবে। আর এ কারণেই আইনটি কার্যকর করার জন্য বিগত চার মাস ধরে ছাত্র-ছাত্রীরা জোর আন্দোলন করে আসছে। সম্প্রতি পত্রিকান্তরে বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার ৭৫ জন আইনজীবী যৌথ বিবৃতিতে বলেছেন যে, দিনাজপুর কৃষি কলেজটি বিলুপ্ত করে হাজী দানেশ বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০০১ কার্যকর করার পর ২৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীর ভূতাপেক্ষিক রেজিস্ট্রেশন প্রদান আইনানুগ হবে না। তাই সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সমীপে বিনীত আবেদন এই যে, আইনটির প্রজ্ঞাপন জারি ৬ মাসের জন্য স্থগিত রেখে বিশেষ ব্যবস্থায় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক তাদের রেজিস্ট্রেশন এবং পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, একমাত্র ঢাকা বিভাগেই দেশের তিনটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। রাজশাহীসহ অন্য কোন বিভাগে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় নেই। দেশে সকল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজকে ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়েছে (চারটি বিআইটি)। এ অবস্থায় কৃষি প্রধান দেশে তিনটি কৃষি কলেজকে (ঢাকা/ দিনাজপুর/ পটুয়াখালী) একই সঙ্গে বিভাগভিত্তিক অনেক কম খরচে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করতে বাধা কোথায়? কৃষি গ্রাজুয়েটদের চাকরির বাজারে সমপ্রতিযোগিতার লক্ষ্যে দিনাজপুর কৃষি কলেজসহ সরকারী কৃষি কলেজগুলোকে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তিত করা অধিক যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি। রংপুরসহ অপর দশটি নতুন বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পের অনুরূপ দিনাজপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পটি ঠাকুরগাঁও পুরাতন বিমান বন্দরের সন্নিকটে ঠাকুরগাঁও চিনিকল খামারের জমি অধিগ্রহণ করে স্থাপন করা যেতে পারে। বৃহত্তর দিনাজপুরে প্রথম পর্যায়ে একটি কৃষি এবং একটি বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হলে ঠাকুরগাঁও বিমান বন্দরটি বাণিজ্যিকভাবে চালু করে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটের সঙ্গে আকাশপথে দ্রুত এবং পঞ্চগড় জেলা সদর থেকে ঠাকুরগাঁও / দিনাজপুর সদর/ পার্বতীপুর পর্যন্ত রেললাইনটি আধুনিকায়নের মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে ঢাকা/রাজশাহী/খুলনা/চট্টগ্রাম বন্দরের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ সৃষ্টি করা যাবে। ফলে উত্তরাঞ্চলের আর্থসামাজিক উন্নয়নে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় দু'টি বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

জনৈক অভিভাবক।